দৈনিক খবর

তারিখ 11 OCT 1992

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

13

১০ দফা আদায়ে পলিটেকনিক শিক্ষকদের নয়া কর্মসূচী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি ১০ দফা দাবী আদায়ে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা শিক্ষা ভবন চত্বরে শিক্ষক মহাসমাবেশ ও জাতীয়

২ এর পাতায় দেখুন

১০ দফা আদায়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংসদ অভিমুখে মিছিল করবে।

গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন মাহমুদ এই কথা বলেন। তিনি ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের প্রায় দেড় সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার করুণ ও মানবেতর অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন, ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে আমাদের ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবীগুলো উত্থাপনের পর দীর্ঘকাল যাবত শুধু আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি ও কল্যাণকামী স্তুতি শুনে আসছি। এতে বাঁচার ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন ছাড়া পলিটেকনিক শিক্ষকদের বিকল্প নেই। তিনি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রধারায় পলিটেকনিক শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

সমিতির পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান। সাংবাদিক সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি আবদুর রউফ ও আবদুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইদরীস আলী, অর্থ সম্পাদক এস এম এ রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নির্মল চন্দ্র শিকদার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আকরাম আলী মিয়া ও দপ্তর সম্পাদক হাসান ইমাম খান।

সাংবাদিক সম্মেলনে পলিটেকনিক শিক্ষকদের ১০ দফা দাবী বাস্তবায়নে সরকারের বার বার প্রতিশ্রুতি প্রদান ও তা ভঙ্গ করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান। পূর্ণ কর্মবিরতির আজ ২০তম দিন অতিবাহিত হবার পরও সরকার এ সংকট নিরসনে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে জাতি এ আচরণ প্রত্যাশা করে না।

বক্তব্যে ১০ দফা দাবী বিশ্লেষণ করে বলা হয়, দীর্ঘ ৭ বছর ধরে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না। ফলে সারাজীবন একই পদে থেকে একজন শিক্ষককে অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্যাডারের একাধিকবার শিক্ষকদের ঠিকই পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

এছাড়া বক্তব্যে এডহক শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টরদের গেজেটেড পদ মর্যাদা প্রদান, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ বর্ধিত বেতন প্রদান, যুগোপযোগী চাকরি কাঠামো প্রণয়ন, পলিটেকনিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে স্নাতক-উত্তর কোর্স ও পোস্ট গ্রাজুয়েট চালু, ছাত্র-ছাত্রীদের বকেয়া বৃত্তির টাকা পরিশোধ ইত্যাদি দাবীসহ ১০ দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম কর্মবিরতি চলবে বলে দৃঢ়মত প্রকাশ করা হয়। বক্তব্যে সরকার ও কর্তৃপক্ষের কারিগরি শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলার চিত্র তুলে ধরে জাতীয় সংসদের সদস্যদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলা হয়, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার জন্য অত্যাবশ্যক পলিটেকনিক শিক্ষার বর্তমান সংকট নিরসনের জন্য আমরা দলমত নির্বিশেষে সকল সংসদ সদস্যের সহযোগিতা কামনা করছি এবং আজ রোববার থেকে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদের অধিবেশনে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য আহবান জানান হয়।

এছাড়া পলিটেকনিক শিক্ষকদের ১০ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাসব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে আজ রোববার সকল সংসদ সদস্যকে বিশেষ চিঠি প্রদান, ২৫-৩০ অক্টোবর দেশব্যাপী সকল শিক্ষকদের কালো ব্যাজ ধারণ, ২৫ অক্টোবর স্ব স্ব জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট, ঢাকায় মহাপরিচালকের অধিদপ্তরে অবস্থান ধর্মঘট। জাতীয় সংসদের স্পীকার, সংসদ নেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হবে। লিখিত বক্তব্য পেশের পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন সভাপতি খন্দকার শাহাবউদ্দিন মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান।